নিবেদিতাকে নিবেদিত

ভগিনী নিবেদিতার জন্মসার্ধশতবর্ষে কবিতা সংকলন

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
বেলুড় মঠ, হাওড়া

নিবেদিতাকে নিবেদিত

ভগিনী নিবেদিতার জন্মসার্ধশতবর্ষে কবিতা সংকলন

294.564
NIB

NIVEDITAKE NIBEDITA

(A collection of poems on 150th Birth Anniversary of Sister Nivedita)

Edited by:
Swami Shastrajnananda
Swami Ekachittananda
Sri Debajyotinarayan Ray

LIBRARY
RAMAKRISHNA MISSION VIDYAMANDIRA
27 FEB 2021
BELUR MATH, HOWRAH-711202

প্রথম প্রকাশ
জুলাই, ২০১৯

প্রকাশক
স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ
অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১ ২০২

প্রচ্ছদ
যাদব চক্রবর্তী

অঙ্কন
দীপক চন্দ

অক্ষরবিন্যাস
যাদবচন্দ্র বেরা

মুদ্রণ
জয়শ্রী প্রেস
৯১/১বি, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

মূল্য ঃ ২৫০ টাকা

72153

‘আমি ভারতকে ভালবাসি,
কারণ জগতের ধর্মমতগুলির মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট—
ভারত তার জন্মদাত্রী।’

—ভগিনী নিবেদিতা

PHONES PBX : (033)
2654-1144 2654-5700
2654-1180 2654-5701
2654-5391 2654-5702
2654-9581 2654-5703
2654-9681 2654-8494
FAX : 033-2654-4071
E-Mail : president@belurmath.org
presidentoffice@belurmath.org

RAMAKRISHNA MATH
P.O. BELUR MATH, DIST. HOWRAH
WEST BENGAL : 711 202
INDIA

শুভেচ্ছাবাণী

ভগিনী নিবেদিতার উপরে পদ্যে লেখা বই প্রকাশিত হতে চলেছে জেনে খুশি হলাম। স্বার্থহীন প্রেমদ্দীপ্ত জীবন চিরকালই জগতের পূজার্হ। আপন সংকীর্ণ স্বার্থকে বিসর্জন দিতে পারলেই জীবন হয়ে ওঠে সার্থক। সে জীবন তখন ছাড়িয়ে যায় দেশ-কালের গণ্ডীকে। আদর্শ ও অনুপ্রেরণার উৎসস্থল হয়ে দাঁড়ায় ভাবী প্রজন্মের কাছে। এমনই এক অনন্য জীবন—স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতা। ১৫০ বছর পরেও সে জীবন সমভাবে প্রাসঙ্গিক। এহেন জীবনের মনন ও অনুধ্যান ব্যাপ্তি ঘটায় আমাদের হৃদয়কে, আর উৎসাহিত করে পরার্থে আত্মবলিদানে। স্বামীজীর স্বপ্নসম্ভূত প্রতিষ্ঠান বিদ্যামন্দিরের অতীত ও বর্তমানের কবিদের নিয়ে একজোটে এই সার্ধশত কবিতার সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়াস সুধীজনে সমাদৃত হোক—ঠাকুর-মা-স্বামীজীর চরণে এই প্রার্থনা।

(স্বামী স্মরণানন্দ)
অধ্যক্ষ

বেলুড় মঠ
১১ এপ্রিল, ২০১৯

কথামুখ

বিশ শতকের সূচনায় ভগিনী নিবেদিতার এদেশে আসা বাংলা তথা ভারতের সর্বক্ষেত্রে একটি সুচারু ও সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। আমাদের দেশের ইতিহাস এখনো অন্যনিরপেক্ষভাবে রচিত হয় নি। ফলত, সেখানে বাদ পড়ে যায় আমাদের সাংস্কৃতিক-সামাজিক-আধ্যাত্মিক ইতিহাসের নানা বাঁকবদলের দিক্-চিহ্নগুলি; বাদ পড়ে যায় তাঁদের কথা, যাঁরা এই দেশ-জাতি-সভ্যতার রূপান্তরের দিশা-জাগানিয়া ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেকারণেই আমাদের ইতিহাসচর্চায় ছাত্রপাঠ্য থেকে গবেষকযোগ্য যে কোন সন্দর্ভে বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার জন্যে বরাদ্দ থাকে অতিসীমিত কয়েকটি অনুচ্ছেদ। তবুও ইতিহাস তো কেবল বইয়ের পাতায় বা মেধাজীবী মানুষের দুর্বোধ্য তাত্ত্বিকতায় বন্দী থাকে না। সে চলমান। জনতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, বিবর্তমান কালের সাধারণের ইচ্ছায়-ভাবনায় ইতিহাসের একটি বহমান প্রাণবন্ত রূপ সবসময়ই দৃশ্যমান থাকে। বিবেকানন্দ ও নিবেদিতাকে সেই ইতিহাসের দৃশ্যাতীত সরব পাতায় খুঁজে পেতে কারুরই অসুবিধা হয় না। তাই দেখেছি, বিশ শতকের ভারতের সাংস্কৃতিক-সামাজিক-আধ্যাত্মিক চালচিত্রের নানা আখ্যানে বিবেকানন্দের মতই নিবেদিতা কত না সজীব, কত না প্রেরণাপ্রদ। যখন কালের মন্দিরায় আবির্ভাবের সার্ধশততম ধ্বনি বাজতে থাকে তাঁর, তখনও বিস্ময়ে বুঝি কি অপ্রতিরোধ্য তাঁর প্রভাবপ্রবাহ।

সাহিত্য সমাজের সহচর। সাহিত্যের আয়নায় তাই কালের ইতিকথার নানা সত্যতা ফুটে ওঠে। অবশ্যই ইতিহাসের সত্য আর সাহিত্যের সত্যের মধ্যে ফারাক থাকে। ইতিহাস যা ঘটেছে, কেবল তাই বলে থেমে যায়। দ্রষ্টার অন্তর্গত অনুভূতির বিশ্ব থেকে নিত্য জন্ম নেওয়া মানস-কল্পনার কোন বর্ণ-চিহ্ন ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পেতে পারে না। সাহিত্য এখানেই আলাদা। যা বাস্তব, সাহিত্য তাকে অনুভূতির মিশেলে

নবায়ত করে তোলে। সেই নতুনতায় এসে জোটে কল্পনা। পাঠক তাই পড়ে বিস্মিত হয়, ভাবে এ ছবি বাস্তবে সেও তো দেখেছে, কিন্তু এভাবে তো দেখেনি। সাহিত্যিকের তাই আছে একটি নিজস্ব তৃতীয়-নয়ন। তারই জ্যোতি-স্পর্শে ইতিহাসের বাস্তব হয়ে ওঠে সাহিত্যের বাস্তব। বিশ শতকের ভারতের ইতিহাসে নিবেদিতা নামক যে একটি বাস্তব-অধ্যায় নির্মিত হয়েছিল, সাহিত্য কি তাই তাকে নিয়ে কিছু ভাববে না? যদি না ভাবত, তাহলে বুঝতে হত, ইতিহাসের সেই বাস্তবতায় কালের সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়ার কোন ক্ষমতা নেই। নিবেদিতার ক্ষেত্রে এমনটা নয় বলেই বিগত একশ বছর ধরে আমরা দেখেছি সৃজনশীল সৃষ্টির আঙিনায় নিবেদিতা হয়ে উঠেছেন আকর্ষণীয় ভাববস্তু। তাঁকে নিয়ে তাই সাহিত্যের নানা সংরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। কোথাও তিনি প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত, কোথাও তাঁর ছায়া-অবয়ব দৃশ্যমান।

বাংলা কবিতার জগত যথেষ্ট সমৃদ্ধ— এর কারণ বলার স্থান এটা নয়, প্রয়োজনও বোধ হয় নেই। বাংলা সাহিত্যের এই সমৃদ্ধ সংরূপ নিবেদিতাকে কতটা গ্রহণ ও প্রকাশ করেছে, তা দেখার একটা তাগিদ আমাদের ছিল। প্রথমে চিন্তা ছিল, যদি ১৫০ বছরকে কেন্দ্র করে ১৫০ জন কবির ১৫০টি কবিতা সংকলন করা যায়। পরে অবশ্য আমরা সেই চিন্তা থেকে কিছুটা সরে এলাম এই কারণে যে, একালের পরিচিত-অপরিচিত বেশ কিছু কবির লেখা পাওয়া গেল। মনে হল, এটি যদি কেবল সংখ্যা মেলানোর প্রয়াস না হয়ে, ঐতিহাসিক শ্রদ্ধার্ঘ্যের স্মারক হয়, তাহলে ক্ষতি কী! সাহিত্যে অবশ্য একটি সমস্যা আছে। সেটি ভালো-লাগা, ভালো-না-লাগার সমস্যা। সব দেশের সব কালের ক্ষেত্রেই এমনটি প্রযোজ্য। তাই এই গ্রন্থের তিনজন সম্পাদকের যে কবিতাগুলি ভালো লেগেছে, অন্য পাঠকের তার সবগুলি হয়ত একইরকম ভালো নাও লাগতে পারে। সাহিত্যের আসরে এটি স্বাস্থ্যকর মতান্তর। সংকলন তৈরিতে খুবই পরিশ্রম করেছেন শ্রী দেবজ্যোতিনারায়ণ রায়। এর আগে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের ১৫০তম বছরে তিনি এমন একটি সংগ্রহ পাঠককুলকে উপহার দিয়েছিলেন। এবারও সেই কাজে এগিয়ে আসায় তাঁর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাই প্রমাণিত হয়েছে। যাঁরা কবিতা দিয়েছেন তাঁদের সকলকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। অনেক গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা থেকে আমরা কবিতা বাছাই করে নিয়েছি। কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমোদন নিতে পেরেছি, কোন কোন

ক্ষেত্রে তা পারিনি। আশাকরি উদ্দেশ্যের সাধুতার কথা মাথায় রেখে এইটুকু বিচ্যুতিকে সকলে মেনে নেবেন। প্রুফ সংশোধনে অনেকেই সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। ব্রহ্মচারী সুব্রত, গবেষক ছাত্র সঞ্জয় দে, রঞ্জন নায়ক, স্নাতকস্তরের ছাত্র অর্করূপ চক্রবর্তী, এযা মহম্মদ, সৌমিত্র পণ্ডা প্রভৃতিদের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

নিবেদিতার জীবনপঞ্জীটি লিখে দিয়েছেন শ্রীরমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। এর জন্য অবশ্যই তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। বইটিকে আমরা কয়েকটি পর্বে ভাগ করেছি। পঞ্চম পর্বে আছে জন্মসাল অনুযায়ী কবিদের লেখা কবিতা আর যাদের জন্মসাল পাওয়া যায়নি তাঁদের কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে ষষ্ঠ পর্বে নামের বর্ণানুক্রমিকতার নিয়মে। পরিশিষ্টে কবিদের পরিচয় ও সংগৃহীত কবিতার উৎস দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা। তবুও হয়তো ত্রুটি রয়ে গেছে। পাঠকেরা জানালে পরে তা সংশোধন করে নেওয়া যাবে।

বাংলা সাহিত্য তার নিজের সৃষ্টিশালায় উজ্জ্বল মণিদীপ্তি বিকিরণ করতে করতে একদিন বিশ্বের দেশে-দিশে তা ছড়িয়ে দেবে এমন স্বপ্ন ছিল নিবেদিতার। সেই স্বপ্ন-বোধ থেকেই রবীন্দ্রনাথের গল্পের অনুবাদ করেছিলেন তিনি। কিন্তু তিনিও কি জানতেন বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিসুখের উল্লাসে তিনিও হয়ে উঠবেন ধ্যান-পবিত্র বিষয়? জানি আরো কত লেখা আছে তাঁকে নিয়ে। এই সংকলন হয়ত একটা ক্ষুদ্র সূচনা। বিশ্বাস করি, একদিন এরই ভিত্তিতে ভগিনী নিবেদিতাকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যেও তৈরি হবে কোন গবেষণা-সন্দর্ভ।

শুভ্রবসন-পরিহিতা নিবেদিতার চলমান বিগ্রহ দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। কল্পনায় আর ছবিতে সে মূর্তি দেখে আজো বিস্ময় জাগে—কে তিনি? দেবী? মানবী? ভারতমাতা? অথবা হয়ত আমাদের কল্পনাও যেখানে পৌঁছাতে পারে না, এমন কোন মূর্তি এ যে! নাই বা পারলাম বুঝতে তাঁকে। কবিতার ফুলমালায় আমাদের প্রণাম রইল তাঁর চরণতলে—**'নিবেদিতাকে নিবেদিত'**।

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ

সূচি

কবিতার নাম	কবির নাম	পৃষ্ঠা

প্রথম পর্ব— ভগিনী নিবেদিতার লেখা কবিতা ঃ

The Footfalls

চরণধ্বনি (অনুবাদ— প্রণবরঞ্জন ঘোষ)

দ্বিতীয় পর্ব— ভগিনী নিবেদিতা ঃ প্রত্যক্ষদর্শীদের লেখা কবিতা ঃ

নিবেদিতার উদ্দেশ্যে	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	২৩
আশীর্বাদ	স্বামী বিবেকানন্দ	২৪
নিবেদিতা	সরলাবালা সরকার	২৫
জননী নিবেদিতা	সুব্রহ্মণ্য ভারতী	২৮

তৃতীয় পর্ব— শ্রীসারদা মঠের সন্ন্যাসিনীদের লেখা কবিতা ঃ

আলোক বর্তিকা	প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণা	২৯
বীরকন্যা	প্রব্রাজিকা অচ্যুতপ্রাণা	৩০
আলোকদূতী	প্রব্রাজিকা সম্ভাবপ্রাণা	৩১
বজ্র যাঁহার শীর্ষভূষণ	প্রব্রাজিকা সোমপ্রাণা	৩২
পশ্চিমের রোদ্দুর	প্রব্রাজিকা সত্যব্রতপ্রাণা	৩৩

চতুর্থ পর্ব— রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের লেখা কবিতা

নিবেদিতা	স্বামী নিরাময়ানন্দ	৩৫
শিখাময়ী নিবেদিতা	স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ	৩৮
নিবেদিতা	স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ	৩৯
অধরা	স্বামী ঋতানন্দ	৪১
নিবেদিতা তুমি ঃ তুমি নিবেদিতা	স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ	৪২
নিবেদতি	স্বামী কৃপাকরানন্দ	৪৪
ত্রিধন্যা-সূর্যমা	স্বামী পরদেবতানন্দ	৪৫

পঞ্চম পর্ব— জন্মসাল অনুযায়ী কবিদের লেখা কবিতা ঃ

নিবেদিতা	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৪৭
নিবেদিতা	কুমুদরঞ্জন মল্লিক	৪৮

নিবেদিতা শতবার্ষিকী	কালিদাস রায়	৪৯
মহীয়সী নিবেদিতা	দিলীপকুমার রায়	৫০
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম	বনফুল	৫২
ভগ্নী নিবেদিতা	অমিয় চক্রবর্তী	৫৪
নিবেদিতা	মণীশ ঘটক	৫৬
নিবেদিতা	অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৫৮
নিবেদিতা	উমা দেবী	৬০
নিবেদিতার প্রতি	সুনীলচন্দ্র সরকার	৬১
ভগিনী নিবেদিতা	সঞ্জয় ভট্টাচার্য	৬৩
নিবেদিতা	বিমলচন্দ্র ঘোষ	৬৪
ভগিনী নিবেদিতা	দক্ষিণারঞ্জন বসু	৬৫
আমি নিবেদিতা,— প্রভুকে যেমন দেখেছি	সরিৎশেখর মজুমদার	৬৬
নিবেদিতা	সুশীল রায়	৬৮
ভগিনী নিবেদিতা	বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৯
সাত সাগরের আকাশ বেয়ে	রামেন্দ্র দেশমুখ্য	৭০
নিবেদিতার ঘর	হরপ্রসাদ মিত্র	৭১
চোখ দুটি	কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৭২
নিবেদিতাঃ শতবার্ষিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি	কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	৭৩
তোমারে দেখিনি আমি	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৭৪
নিবেদিতা	বাণী রায়	৭৬
নিবেদিতা স্মরণে	গোপাল ভৌমিক	৭৭
নিবেদিতাঃ শতাব্দী অর্ঘ্য	শান্তশীল দাশ	৭৮
নিবেদিতা	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৭৯
ভগ্নী নিবেদিতা	শুদ্ধসত্ত্ব বসু	৮০
শ্বেতশুভ্রা	আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	৮১
নিবেদিতা	ধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম	৮২
নিবেদিতা	জগন্নাথ চক্রবর্তী	৮৩
আঁধারে জ্বেলেছ দীপ	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৮৪
অগ্নি, ভগ্নী, শস্য আমাদের	রাম বসু	৮৫
তুমি বাতিঘর	কৃষ্ণ ধর	৮৭

১৫০তম জন্মবর্ষ

দেব-দূহিতা	রাণা বসু	৮৮
ভগিনী নিবেদিতা	মনীন্দ্র গুপ্ত	৮৯
নিবেদিতা	শান্তিকুমার ঘোষ	৯০
নিবেদিতা	রাজলক্ষ্মী দেবী	৯১
দেবী জননী নিবেদিতা	নচিকেতা ভরদ্বাজ	৯২
'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে'—ভগিনী নিবেদিতা (গদ্যছন্দে অনুবাদ)	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	৯৪
তুমি নিবেদিতা	প্রণবরঞ্জন ঘোষ	৯৮
মৃত্যুশিল্প	শঙ্খ ঘোষ	৯৯
নিয়তির মতো	তরুণ সান্যাল	১০০
নিবেদিতা, ভগিনী আমার	শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	১০২
একটি স্বপ্ন	অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	১০৩
অদীক্ষিত	শক্তিব্রত ঘোষ	১০৪
নিবেদিতা স্মরণে	আনন্দ বাগচী	১০৫
অমর্ত্যের নিবেদন	কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত	১০৬
নিবেদিতার ছবি ঃ দেশান্তর	শিবশম্ভু পাল	১০৭
আলো দাও	অর্ধেন্দু চক্রবর্তী	১০৮
নিবেদিতা	কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়	১০৯
ধাত্রী	সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	১১০
নিবেদিতা	মানস রায়চৌধুরী	১১১
ভগিনী নিবেদিতা	সরল দে	১১২
নিবেদিতা	সামসুল হক	১১৩
নিবেদিতা সংলাপ	বার্ণিক রায়	১১৪
নিবেদিতা	দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৫
ক্ষমা করুন ভারতবর্ষকে	বিজয়া মুখোপাধ্যায়	১১৬
নিবেদিতাকে স্মরণ করে	পবিত্র সরকার	১১৭
তুমি এক নির্ভুল ঠিকানা	মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	১১৮
নিবেদিতার জন্য	আশিস সান্যাল	১১৯
স্বাধীনতা ছাড়া ধর্মের কোনো মুক্তি নেই	কমলেশ সেন	১২০
তমোহর তিনিই ভগিনী	দিব্যেন্দু পালিত	১২১

১৫০তম জন্মবর্ষ

অগ্নিবিহঙ্গ নিবেদিতাকে	ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়	১২২
নিবেদিতা	দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়	১২৩
মাতৃরূপা নিবেদিতা	পবিত্র মুখোপাধ্যায়	১২৫
উত্তরাধিকার	শুভেন্দু বারিক	১২৬
ভগিনী নিবেদিতা স্মরণে	জিয়াদ আলী	১২৭
অঙ্গীকার	রমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য	১২৮
লোকমাতা	পিনাকেশ সরকার	১৩০
নিবেদিতার প্রতি	শান্তি সিংহ	১৩১
প্রজ্ঞাপারমিতা	গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৩
আমাদের নিবেদিতা	দেবারতি মিত্র	১৩৪
ভারতবাসীর প্রিয় বোনটি	অরুণকুমার চক্রবর্তী	১৩৫
প্রজনিকা	শংকর চক্রবর্তী	১৩৬
ভারত-আত্মজা নিবেদিতা	রেণুপদ ঘোষ	১৩৭
নিবেদিতা	সুব্রত রুদ্র	১৩৮
নিবেদিতাকে নিবেদিত	কৃষ্ণা বসু	১৩৯
প্রণাম তোমায় ভগিনী নিবেদিতা	বাদল মেহেদী	১৪০
কোমল অগ্নি	অজিত বাইরী	১৪১
আজও প্রেরণা স্থির	সৈয়দ কওসর জামাল	১৪২
সৌন্দর্যে সর্বহারা	ভবেশ বসু	১৪৩
বাতাসে পেতেছি হাত	পঙ্কজ মান্না	১৪৪
জ্বেলেছিলে প্রাণের প্রদীপ	শ্যামলকান্তি দাশ	১৪৫
নিবেদিতা	ফরিদ আহমদ দুলাল	১৪৬
আমাদের তিনি ভগিনী	রতনতনু ঘাটী	১৪৭
নিবেদিতা	প্রমোদ বসু	১৪৮
নিবেদিতা	কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়	১৪৯
নিবেদিতাকে ক'টা কথা	বৃন্দাবন দাস	১৫০
ভগ্নি সহোদরা	বুলবুল মহলানবীশ	১৫২
যে মুখে অন্নদা হাসে	প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৫৩
নিবেদিতা	আবদুস শুকুর খান	১৫৪
নিবেদিতা-একটি অম্লান অক্ষয় শিখা	সেখ রমজান	১৫৫

১৫০তম জন্মবর্ষ

দধীচি	বীথি চট্টোপাধ্যায়	১৫৭
হিংসামুক্তি কি শুধু কথার কথা?	অনুরাধা মহাপাত্র	১৫৯
অপার্থিব আলো	মাহমুদ কামাল	১৬০
নিবেদিতা, আপনাকে	আরণ্যক বসু	১৬১
মহতের কাছে	আশিস চট্টোপাধ্যায়	১৬২
ভগিনী ঋণ	সোমনাথ ভট্টাচার্য	১৬৪
এপিটাফে নিবেদিতা	রোকেয়া ইসলাম	১৬৬
সনেটে ঃ ভগ্নি নিবেদিতা	অমলেন্দু বিশ্বাস	১৬৮
আগুনশলাকা	মল্লিকা সেনগুপ্ত	১৬৯
নিবেদিতা	চৈতালী চট্টোপাধ্যায়	১৭০
রৌদ্রময়ী	খসরু পারভেজ	১৭১
জননী-সুন্দর	ব্রজেন্দ্রনাথ ধর	১৭২
শিখাময়ী	নীলাঞ্জন শাণ্ডিল্য	১৭৪
রেখাময়ী সীতা	গুরুপ্রসাদ মহান্তি	১৭৫
ভগিনী নিবেদিতা	যশোধরা রায়চৌধুরী	১৭৬
কিছু কাজ বাকি আছে ভগিনী	নাসিম-এ-আলম	১৭৭
নিবেদিতা	বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭৮
স্নেহের বোন আমার	উৎপল ভৌমিক	১৭৯
আজও প্রেরণায় স্থির	অমিতাভ রায়	১৮০
নিবেদিতা পরম্পরা	দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত	১৮১
নিবেদিতা ঃ		
এক উথাল নদীর অববাহিকা	শান্তনু সেন	১৮২
আলোর পথের যাত্রী	শুভ্রকান্তি দে	১৮৩
ত্রিলোকমাতা	সুস্মেলী দত্ত	১৮৫
নিবেদিতা	লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল	১৮৬
স্বামীজীকে খোলা চিঠিঃ		
ইতি নিবেদিতা	মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া	১৮৭
সিস্টার	অম্লান লাহিড়ী	১৮৮
বিস্ময়ী নারী মার্গারেট-নিবেদিতা	তাপসী আচার্য	১৮৯
তোমার দীক্ষালয়ে	দীপক মান্না	১৯০

নিবেদিতা	দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯১
ভগিনী	অর্ঘ্য রায়চৌধুরী	১৯২
বজ্রমানবী	সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়	১৯৩
অনন্যা, তুমি নিবেদিতা	কৌশিকপ্রসাদ চৌধুরী	১৯৪
নিবেদিতা	মাহমুদ রিজভী	১৯৫
ডাক	রুদ্রপ্রসাদ সিন্‌হা	১৯৬
নিবেদিতা	অদিতি বসুরায়	১৯৭
বিশাল প্রাণ	তমোঘ্ন চ্যাটার্জী	১৯৮
নিবেদনের আত্মা : নিবেদিতা	সৈকত পট্টনায়ক	২০০
ভারতের অন্তর	শৌভিক কুণ্ডু	২০১
নিবেদিতা	মইজুদ্দিন মোল্লা	২০২
সবার নিবেদিতা	সৈকত হালদার	২০৩

ষষ্ঠ পর্ব— কবিদের জন্মসাল সংগৃহীত না হওয়ায় বর্ণানুক্রমিকভাবে সজ্জিত ঃ

বিশ্বজনমিতা শ্রীনিবেদিতা	অন্নপূর্ণা বসু	২০৪
প্রমিথিউসের আগুনের কাছে নিবেদিতার সাথে	অর্ণব আশিক	২০৫
দ্বিজোত্তমা নিবেদিতা	অরুণ মুন্সী	২০৬
ভগিনী নিবেদিতা	অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৮
নিবেদিতা পারাবারে	অরবিন্দ ভট্টাচার্য	২১০
নবজাগরণে	উৎপল দাস	২১১
নিবেদিতার প্রতি	কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২১২
নিবেদন	কুন্তল চক্রবর্তী	২১৪
নিবেদিতা	নিমাই মুখোপাধ্যায়	২১৫
ভগিনী নিবেদিতা	পুষ্পদেবী	২১৭
নিবেদিতার মূর্তি প্রতিষ্ঠার পুণ্যলগ্নে—	প্রভা গুপ্ত	২১৯
লোকমাতা ভগিনী নিবেদিতা	প্রশান্ত চৌধুরী	২২০
স্মৃতি-তর্পণ	বীণাপাণি বসু রায়	২২১
পরহিতব্রতা নিবেদিতা	বিকাশ দত্ত	২২৪
ভগিনী নিবেদিতাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি	শ্রীবিভূতি	২২৫

দেবী নিবেদিতা	মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত	২২৬
গুরুদক্ষিণা নিত্যের জীবন	মেঘমালা বসু	২২৭
নিবেদিতা	সুশীলকুমার গুপ্ত	২২৯
নিবেদিতা - তোমাকে	স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩০
নিবেদিতা	সুধীর নন্দী	২৩২
নিবেদিতা	সুকান্ত রায়	২৩৩
জন্মসার্ধশতবর্ষে জ্যোতির্ময়ী নিবেদিতা	সুনীতি বিশ্বাস	২৩৬
মার্গারেট	সৌরভ আহমেদ সাকিব	২৩৮
নয়নমণি নিবেদিতা	সমরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৩৯
সপ্তম পর্ব— ভগিনী নিবেদিতা : সময়ানুক্রমিক জীবনালেখ্য	রচনা : রমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য	২৪০
পরিশিষ্ট—		২৫৯

সারদাদেবী ও ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা

THE FOOTFALLS

১৫০তম জন্মবর্ষ

—Sister Nivedita

We hear them, O Mother!
Thy footfalls,
Soft, soft, through the ages
Touching earth here and there,
And the lotuses left on Thy footprints
Are cities historic,
Ancient scriptures and poems and temples,
Noble strivings, stern struggles for Right.

Where lead they, O Mother!
Thy footfalls?
O grant us to drink of their meaning!
Grant us the vision that blindeth
The thought that for man is too high.
Where lead they, O Mother!
Thy footfalls?

Approach Thou, O Mother, Deliverer!
Thy children, Thy nurslings are we!
On our hearts be the place for Thy stepping,
Thine own, Bhumya Devi, are we.
Where lead they, O Mother!
Thy footfalls?

১৫০তম জন্মবর্ষ

চরণধ্বনি

(অনুবাদ : প্রণবরঞ্জন ঘোষ)

মাগো !
তোমার চরণধ্বনি ওই শোনা যায়।
যুগ থেকে যুগান্তরে
ধরিত্রীর এখানে ওখানে স্পর্শ করে
ধীরে অতি ধীরে
তোমার চরণপদ্মে ফুটে উঠছে
বিশ্রুত ইতিহাসের নগরী,
প্রাচীনতম শাস্ত্র,
কবিতা,
মন্দির,
মহৎ প্রয়াস,
ন্যায়ের সংগ্রাম।

মাগো !
কোন্ লক্ষ্যপথে চলেছে ওরা
তোমার চরণচিহ্ন যত !
তাদের গভীরতম অর্থ
আমায় উপলব্ধি করতে দাও,
দাও সেই পরিব্যাপ্ত দিব্যদৃষ্টি,
আর মানব-ইতিহাসে তুঙ্গতম মননের অধিকার।

মাগো !
কোথায় চলেছে ওরা,
তোমার চরণচিহ্ন যত ?
আবির্ভূত হও,
অয়ি মুক্তিদাত্রী জননী আমার !
তোমারই তো স্নেহনীড়ে পালিত সন্তান আমরা,
ওই চরণের পাদপীঠ হোক
আমাদের সবার হৃদয় !
অয়ি মাতা ভূমি দেবী,
আমরা যে একান্ত তোমার !

মাগো !
কোন লক্ষ্যে চলেছে
ওই চরণচিহ্নের পদাবলী যত !

নিবেদিতার উদ্দেশ্যে

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

পবিত্রা নিবেদিতা!
বৎসে!
তুমি আমার নূতন নাটক হইলে আনন্দ করিতে।
আমার নূতন নাটক অভিনীত হইতেছে, তুমি কোথায়?
দার্জিলিঙ যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিলে, ‘আসিয়া যেন তোমায় দেখিতে পাই।’
আমি তো জীবিত রহিয়াছি, কেন বৎসে, দেখা করিতে আইস না? শুনিতে পাই, মৃত্যুশয্যায় আমাকে স্মরণ করিয়াছিলে; যদি দেবকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া কখনও আমায় তোমার স্মরণ থাকে, আমার অশ্রুপূর্ণ এই উপহার গ্রহণ কর।

‘তপোবল’ নাটকের উৎসর্গ-লিপি।

আশীর্বাদ

স্বামী বিবেকানন্দ

(২২ সেপ্টেম্বর, ১৯০০ তারিখে ভগিনী নিবেদিতার উদ্দেশে লেখা।) *অনুবাদঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ*

বীরের সঙ্কল্প আর মায়ের হৃদয়,
দক্ষিণের সমীরণ—মৃদু, মধুময়,
আর্য বেদীমূলে দীপ্ত হোমানল-মাঝে
যে পুণ্য সৌন্দর্য আর যে শৌর্য বিরাজে,
সে সব তোমারি হোক, আরো থাক তব
অতীতের স্বপ্নাতীত গুণ অভিনব।

ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের তরে
সেবিকা, বান্ধবী, মাতা হও একাধারে।